FEB. 1 2 2001

ভোরের কাগজ

অভিমত

সরকারি কলে

আবদু

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনার্স-মাস্টার্স পড়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত থাকায় ১৯৯২-৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো, বিশেষত ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সংবলিত সরকারি কলেজগুলোতে অত্যন্ত উদারভাবে অনার্স-মাস্টার্স খোলা হতে থাকে। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুধাবন করে এবং নিজেদের মান-সম্মান বৃদ্ধির জন্য প্রথমটায় শিক্ষকশ্রেণীও এরূপ কোর্স উন্নয়নে বেশ উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ সরকারি কলেজগুলোতে অনার্স খোলার যে হিড়িক পড়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো করা হয়নি, বরং নানা কারণে শিক্ষার মান অবনতির দিকে যাচ্ছে। এ কারণগুলো উল্লেখ করা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয়গুলো বলার জন্যই এ লেখার অবতারণা।

প্রধান কারণগুলো হচ্ছে-১, প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি না করা, ২. বিদ্যমান পদগুলো খালি পড়ে থাকা, ৩. শিক্ষকদের পদোন্নতি বন্ধ থাকা, ৪. কলেজে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নিম্নমান (পূর্ব ফাঁকির ফল), ৫. শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় পড়াশুনায় কম সময় পাওয়া এবং ৬. আন্তঃ পরীক্ষাগুলোয় ফেল করানোর ব্যবস্থা না থাকা। এ কারণগুলোর বাইরেও বহু গৌণ কারণ রয়েছে।

মুখ্য কারণগুলোর প্রথমটি হচ্ছে 'প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি না করা'। কলেজগুলোতে শিক্ষকদের একটা সুনির্দিষ্ট পদকাঠামো আছে। শুধু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনা হয় এরূপ বিষয়ে পদ থাকে শুধু সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের, স্নাতক পাস পর্যায়ের বিষয়ে একটি সহযোগী অধ্যাপক, একটি সহকারী অধ্যাপক এবং দুটি প্রভাষকের পদ (মোট চারজন), মাস্টার্সবিহীন অনার্স বিষয়ে থাকে একটি অধ্যাপক, একটি সহযোগী অধ্যাপক, দুটি সহকারী অধ্যাপক এবং তিনটি প্রভাষকের পদ (মোট সাতজন) আর অনার্স ও মাস্টার্স উভয় কোর্স সংবলিত বিষয়ে থাকে একটি অধ্যাপক, তিনটি সহযোগী অধ্যাপক, চারটি সহকারী অধ্যাপক এবং চারটি প্রভাষকের পদ (মোট ১২ জন)। বেশ কিছু বড়ো কলেজের কোনো কোনো বিষয়ে ১২টির বেশি পদও সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে চারটি পদ নিয়ে অনার্স খোলার পর অনার্স তৃতীয় বর্ষ শুরু হলেও কোনো নতুন পদ সৃষ্টি হয় না। ফলে সাতজনের কাজ চারজনকে করতে হয়। এমনকি মাস্টার্স খোলার পরও পদ সৃষ্টি হয় না, তখন ১২ জনের কাজ চারজনকে করতে হয়। এভাবে শিক্ষক-স্বল্পতায় কলেজগুলোর শিক্ষা বিঘ্নিত হয়।

দ্বিতীয় কারণ 'বিদ্যমান পদগুলো খা
থাকায়' অনেক সময় তিনজন বা দুজন
সাতজন বা ১২ জনের কাজ করতে হয়
তৃতীয় বর্ষ শুরু হওয়ার পর আমার
বিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষক আছি
গত বছর প্রধান ক্লাশ চলাকালীন
(জানুয়ারি থেকে জুন) আমি সপ্তাহে
অনার্স পর্যায়ের তিনটি এবং পাস/উচ্চ
পর্যায়ের একটি (মোট চারটি) তাত্ত্বিক
তিন পিরিয়ড ব্যবহারিক ক্লাস নিয়েছি
ক্লাশ নিতে হলে ক্লাশের মান কোথায়
বলার অপেক্ষা রাখে না। বলা বাহুল

**ইদানীং দেখা যাচ্ছে চারটি পদ
হলেও কোনো নতুন পদ সৃষ্টি
হয়। এমনকি মাস্টার্স খোলা
চারজনকে করতে হয়। এভাবে**

মাস্টার্স পর্যায়ে দিনে দুটির বেশি
প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে সঠিকভাবে গ্র
কোনো শিক্ষকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

তৃতীয় কারণ অর্থাৎ 'শিক্ষকদের
বন্ধ থাকা' দ্বিতীয় কারণের একটি 'বড়ো
আর শিক্ষকদের পদোন্নতি বন্ধ
কারণগুলোর মধ্যে প্রধান কারণ হচে
সরকারিকৃত কলেজে শিক্ষকদের
বিধির ত্রুটির ফলে সৃষ্টি বিভিন্ন
আত্তীকরণ বিধিমালা ১৯৮১ ছিল ত্রুটি
বিধি অনুসারে মাস্টার্সে প্রথম শ্রে
শিক্ষকগণ মাত্র ৭ বছর চাকরি হলেই
অধ্যাপক পদে আত্তীকৃত হতেন। অথচ
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরাসরি নিয়োগ
মধ্যে ১৯-২০ বছরের প্রভাষক রয়েছে
আত্তীকৃত প্রভাবশালী শিক্ষকের প্র
'আত্তীকরণ বিধিমালা ১৯৯৮' জারি, ক

এখন থেকে আমাদের এক

অর্থঋণ অধ্যাদেশ ১৯৯০ সা
ধারার বিধান মতে সমন/

মোকাম-সাবজজ ৩য় অর্থঋণ আদালত, চট্টগ্রাম
বন্ধকী মোকদ্দমা নং- ৪/৯৮ইং

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমি
আগ্রাবাদ শাখা,
৩১৬, শেখ মুজিব রোড
থানা- ডবলমুরিং,
জিলা- চট্টগ্রাম।

-বনাম-

১। মেসার্স পিপলস ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারি
১১, মেশিনারী মার্কেট জুবলী রোড,
থানা- কোতোয়ালী, জিলা- চট্টগ্রাম।
২) আনোয়ারা বেগম,
স্বামী- মরহুম মোঃ আবদুল হালিম
২। (এ) মোহাম্মদ ইদ্রিস পিতা- ঐ
২। (বি) মোহাম্মদ ইলিয়াস পিতা- ঐ